# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Maritime Tourism) নীতিমালা, ২০২২

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

# সূচিপত্র


| অধ্যায় | ক্রমিক নং | | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | ১ | - | প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত (Preamble) | ৩ |
| | | ১.১. | পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ | |
| | | ১.২. | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালার রূপকল্প (Vi|sion) | |
| | | ১.৩. | লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives) | |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | ২ | - | সংজ্ঞা | ৪ |
| তৃতীয় অধ্যায় | ৩ | - | সমুদ্র পর্যটন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল | ৪ |
| চতুর্থ অধ্যায় | ৪ | - | সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটনে উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক প্রতিবেশ | ৬ |
| পঞ্চম অধ্যায় | ৫ | - | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়নে সমন্বয় | ৬ |
| | ৬ | - | আইনগত কাঠামো (Legal Frame) | ৭ |
| | ৭ | - | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা পরিপালন (Compliance) | ৭ |
| | ৮ | - | প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organization Set-up) | ৭ |
| | ৯ | - | সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটনে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য করণীয় | ৮ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | ১০ | - | বাস্তবায়ন কার্যক্রম | ৯-১১ |

## প্রথম অধ্যায়

### ১. প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত (Preamble)

#### ১.১.পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বর্তমান বিশ্বে পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা পর্যটকগণকে সমুদ্রভিত্তিক পর্যটন ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে আকর্ষণ করে। জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউএনডব্লিউটিও) সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনকে 'এসডিজি'র অভীষ্ট-১৪' এর সাথে সম্পৃক্ত করছে, যা সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সমুদ্রভিত্তিক বিনোদন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন পরিচালনা করে পরিচালনাকারী দেশের নাগরিক ও রাষ্ট্রের সুফল নিশ্চিত করে। ইউএনডব্লিউটিও'র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ এ বিশ্ব জিডিপি-তে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের অবদান ৫% এবং বিশ্ব কর্মসংস্থানে অবদান ৬%-৭%। সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সুনীল অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপকরণ এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণের সাথে গভীরভাবে যুক্ত। এটিকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার বিকল্প উপায় এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পরিবেশ উন্নয়নের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশ। সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত সমুদ্র পর্যটন। বঙ্গোপসাগরে আমাদের ১,১৮,৮১৩ (এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশত তেরো) বর্গ কিলোমিটার উপকূলীয় সমুদ্রসীমা, সুদীর্ঘ উপকূলরেখা, বিশালাকৃতির নদীসমূহ এবং নদীর মোহনা, দীর্ঘতম অখন্ড বালুকাময় সমুদ্রসৈকত, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, মৎস্য সম্পদ, নানা রকমের পাখি, সমুদ্র তীরবর্তী ও দূরবর্তী অনেক দ্বীপ, মানুষের জীবনধারা, হাজার বছরের সংস্কৃতি, সামুদ্রিক প্রাণী, সামুদ্রিক উদ্ভিদ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের সম্ভাবনাকে আরও বিস্তৃত করেছে।

সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমুদ্র ভিত্তিক পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সামুদ্রিক পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

#### ১.২. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালার রূপকল্প (Vision)

সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এবং পর্যটনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

#### ১.৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives)

১.১ বাংলাদেশে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়ন ও পরিচালনা করা;

১.২ বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি অন্যতম সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা;

১.৩ বাংলাদেশে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশে বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরা, সুবিধাদি বৃদ্ধি, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত এবং দেশে বিদেশে এর প্রমোট করা;

১.৪ সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন গড়ে তোলা;

১.৫ সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন পরিচালনায় সেবা সহজীকরণে বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন করা;

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## ২ সংজ্ঞা

**২.১. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনঃ** সাধারণত অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে প্রমোদতরীতে সমুদ্রের নির্দিষ্ট পথে যাত্রা এবং সমুদ তীরবর্তী পর্যটন আকর্ষণ উপভোগ করাই হচ্ছে সমূদ্রভ্রমণ পর্যটন। সমুদ্র পথে বিনোদন ভ্রমণ, শিক্ষা ও গবেষণা ভ্রমণ, ধর্মীয় ভ্রমণ, মৎস শিকার, সমুদ্রে নৌকা পরিসেবা ও নৌকাচালনাসহ জলভিত্তিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ও জলক্রীড়া যেমন, ওয়াটার স্কিইং, জেট স্কিইং, সার্ফিং, সেইল বোর্ডিং, সি কায়াকিং, স্কুবা ডাইভিং, সাঁতার ইত্যাদি এবং উপকূলীয় এলাকায় পাখি, তিমি, ডলফিন ও প্রকৃতি উপভোগ, সমুদ্রসৈকত এবং দ্বীপ ভ্রমণ, ভাসমান হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট, ফিস এ্যাকুরিয়াম, জেলাপাড়া, শুটকী পল্লি ও মৎস আড়ৎ পরিদর্শন ইত্যাদি সমুদ্রভ্রমণের অন্তর্ভুক্ত।

**২.২. উপকূলীয় পর্যটন (Coastal Tourism) ঃ** উপকূলীয় পর্যটন বলতে শুধুমাত্র সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসহ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিনোদন কর্মকান্ড যেমন: সাতার, সার্ফিং, সূর্যস্নান, বীচ কার্ণিভাল, বীচ খেলা, লাইভ কনসার্ট, মেরিন একুরিয়াম ও মেরিন মিউজিয়াম উপভোগ এবং অন্যান্য সমুদ্র সৈকতভিত্তিক পর্যটন ক্রিয়াকলাপ, উপকূলীয় অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, জীবন বৈচিত্র্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল, খাবার ইত্যাদি উপভোগ করাকে বোঝায়।

## তৃতীয় অধ্যায়

## ৩. সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন বাস্তবায়ন কৌশল

৩.১. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনকে পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে তুলতে সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল তৈরি ও পুরাতন সমুদ্রবন্দর/জেটিসমূহ আধুনিকায়ন এবং সমুদ্রবন্দরকর্মীদের পর্যটন বান্ধব করে গড়ে তোলা;

৩.২. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;

৩.৩ সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসানীতি সহজ করা। ভিসা নীতিমালায় বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দর এন্ট্রি পয়েন্টের সাথে সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত করা। অন-অ্যারাইভাল ভিসা, অনবোর্ড ইমিগ্রেশন এবং পর্যটকবাহী জাহাজে অনবোর্ড কাস্টমস সুবিধা নিশ্চিতকরণ;

৩.৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রমোদতরী আগমনে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বনবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর থেকে দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও সেবা সহজীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৫. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভ্রমণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন ডেসটিনেশন, আকর্ষণ ও উপকূলীয় চ্যানেল চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত সমীক্ষা পরিচালনা এবং এর উন্নয়ন করা;

৩.৬. গভীর সমুদ্রে পর্যটকবাহী জাহাজের জন্য সুবিধাজনক স্থানে নোঙর করার (Anchoring Point) ব্যবস্থা করা;

৩.৭. কোস্টগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

৩.৮. জাহাজের বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেগুলো অনুমোদিত বর্জ্য অপসারণের এলাকায় নিষ্কাশন করা;

৩.৯. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের জন্য নির্ধারিত জাহাজে পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা থাকা। যেমন: জাহাজে পুনর্ব্যবহার এবং কম্পোস্ট ফিচার ব্যবহার করা, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পানির বোতল, পাত্র ও ব্যাগ ব্যবহার করা;

৩.১০. জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বৃদ্ধি করা;

৩.১১. কচ্ছপ, তিমি, হাঙ্গর, ডলফিন এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীদের স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ ও বাস্তবায়ন করা;

৩.১২. উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা;

৩.১৩. আঞ্চলিক সংস্থা যেমনঃ SASEC (South Asia Subregional Economic Cooperation-Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka) বা IORA ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি এবং নিয়মিত সভা আয়োজন এবং বাংলাদেশকে অন্যতম সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

৩.১৪. Cruise Lines International Association-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ক্রুজ ট্যুরিজম বিষয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

৩.১৫. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিপণনে আন্তর্জাতিক মেলা-সেমিনার ও ওয়ার্কসপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অধিকতর সহজ ও আকর্ষণীয় সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা;

৩.১৬. Cruise Line International Association-ভুক্ত দেশসমূহের সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

৩.১৭. Cruise Line International Association-ভুক্ত দেশসমূহের সমুদ্র পর্যটনের ডাটাবেজ তৈরি, এবং ব্লু ইকোনমি সেলের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবিত তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করা ও পর্যটন সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

৩.১৮. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সেবায় নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন ও সংস্থা এবং সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন অপারেটরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;

৩.১৯. Cruise Lines International Association ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন চুক্তি সাধন অথবা সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করা। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সম্পর্কিত SOP এবং একচেঞ্জ প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা;

৩.২০. বাংলাদেশে অবস্থিত SASEC এবং IORA- ভুক্ত দেশ সমূহের হাইকমিশন/দূতাবাসের সাথে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করা;

৩.২১. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে ব্যবহৃত জাহাজ, পর্যটন গন্তব্যে এবং উপকূলে পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা। সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশে সমুদ্রবন্দর সবুজায়ন করা;

৩.২২. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত-আঞ্চলিক সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৩.২৩. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের জন্য আধুনিক ক্রুজশিপ শিল্প স্থাপন (শিপইয়ার্ড) এবং নির্মাণ, ক্রুজশিপ ক্রয়, প্যাকেজ ট্যুর চালু এবং বন্দর/জেটি তৈরি বা উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং কর ও আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা;

৩.২৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় ডেসটিনেশন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং ও প্রমোট করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই কর্তৃক সমন্বিতভাবে কাজ করা;

৩.২৫. সমুদ্র তীর ও উপকূলীয় অঞ্চল টেকসইকরণে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে কাজ করা;

৩.২৬. বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের (আইল্যান্ড হপিং) এর সম্ভাবতা যাচাই, জেটি নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ক্রুজ শিপ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা;

৩.২৭. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/মন্ত্রমণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.১.২৮ সমুদ্রপথে হজ্ব ও ওমরা পালনকারী যাত্রীদের পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা।

৩.১.২৯ নৌ এবং সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ও নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সম্পাদিত MoU বাস্তবায়ন।

## চতুর্থ অধ্যায়

### ৪. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ (Costal and Marine Ecosystem) সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন উপকরণ যেমন: ম্যানগ্রোভ, কোরাল, উপকূলীয় বনাঞ্চল, খাঁড়ি/নদী, বালিয়াড়ি, কর্দমাক্ত ভূমি (Mud Flat) মোহনা, সমুদ্রসৈকত, কৃষিক্ষেত্র, মানববসতি, কোনো কোনো বিশ্বঐতিহ্য স্থান (World Heritage Site) ইত্যাদি উপকূলীয় প্রতিবেশের অন্তর্ভুক্ত। অপরিকল্পিতভাবে সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কারণে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশ ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের বিকাশের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক:

৪.১. দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক অঞ্চল ও দ্বীপের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা এবং সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৪.২. উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক সম্পদের আহরণের মাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখতে হবে, যাতে প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা (Regeneration Capacity) বজায় থাকে;

৪.৩. প্যারাবন (Mangrove Forest) উপকূলীয় বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে হবে;

৪.৪. উপকূলীয় প্রতিবেশ ব্যবস্থার ধারণ ক্ষমতা (caring capacity) নিরূপণ, বিভাজিত অঞ্চল (zoning) নির্ধারণ এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়ন (economic valuation) করতে হবে;

৪.৫. উপকুলীয় অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব পর্যটন এলাকায় ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) এর সম্ভাবতা যাচাই এবং উন্নয়ন এবং সেখানকার বিরল প্রজাতির জীববৈচিত্র্য যেমন সামুদ্রিক কাছিম, সামুদ্রিক কাছিমের ডিমপাড়ার স্থান বালির সৈকত ও বালিয়াড়ি, স্পুন বিল্ড স্যান্ড পাইপার, বার হেডেড গুজ, কোরাল কলোনি, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা;

৫.৬. সাগরের বেলাভূমিতে জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা;

৪.৭. উপকূলীয় এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণহীন ও পরিবেশ বিনাশী পর্যটন নিষিদ্ধ করা;

৪.৮. উপকূল সুরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে Community Network গড়ে তুলতে হবে;

৪.৯. পরিবেশগত ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত জনপ্রিয় উপকূলীয় পর্যটন এলাকায় বছরের কোনো কোনো সময় পর্যটন সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ অথবা সীমিত করতে হবে;

৪.১০. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহপূর্বক প্রতিবেশবান্ধব সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনশিল্প স্থাপন করা;

৪.১১. পরিবেশ উপযোগী পর্যটনশিল্পের বিকাশে ইকো ফ্রেন্ডলি নৌ চলাচল ও ডিজাইন নিশ্চিত করতে হবে;

## পঞ্চম অধ্যায়

### ৫. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়নে সমন্বয়

সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে বিদেশি কোনো পর্যটকবাহী জাহাজ বাংলাদেশকে পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বেছে নিলে পর্যটন সেবা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি অংশীজন/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হবে:

৫.১. বেসরকারি ট্যুর অপারেটর বা পর্যটন অংশীজন বাংলাদেশে আগমনকারী বিদেশী পর্যটকবাহী জাহাজের সম্ভাব্য বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে অবহিত করবে;

৫.২ বাংলাদেশে আগমনকারী পর্যটকবাহী জাহাজের বাংলাদেশে প্রবেশ, বন্দর ব্যবহার এবং বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশে ভ্রমণের অনুমতি ও ভিসা প্রদান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি ট্যুর অপারেটরগণ ট্যুর আইটিনারী এবং পর্যটকদের তথ্যাদিসহ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডে আবেদন করবেন;

৫.৩. বাংলাদেশে আগমনকারী পর্যটকবাহী জাহাজের সফলভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের সাথে সমন্বয় ও যোগাযোগ স্থাপন করবে;

৫.৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অন-এরাইভাল ভিসা ইস্যুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করবে। এ ক্ষেত্রে এন.এস.আই, ডি.জি.এফ.আই, কোস্ট গার্ড, ইমিগ্রেশন অফিস, নৌ-বাহিনী, জেলা পুলিশ, ট্যুরিস্ট এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসন স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবে;

৫.৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি প্রাপ্তির পর বনবিভাগ (সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে), সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর (কাস্টমস সেবা) এর অনুমতি/সেবা গ্রহণের জন্য সমন্বয় করা হবে।

৫.৬ বিদেশী ক্রুজশিপ আগমনে বিভিন্ন অনুমতি প্রদান ও সেবাদি প্রদান ও সকল দপ্তরেরে সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি অনলাইন ভিত্তিক "ওয়ান স্টপ সার্ভিস উইন্ডো" চালু করবে। তাছাড়াও এটি দেশী ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের পর্যটন উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও দ্রুত সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখবে।

### ৬. আইনগত কাঠামো (Legal Frame)

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এবং জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ২০১০ এর নিম্নবর্ণিত ধারা এবং অনুচ্ছেদ সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন (Maritime Tourism) নীতিমালা, ২০২২ এর সাথে প্রাসঙ্গিক।

বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে ৭১৫ কিলোমিটার লম্বা উপকূল এবং ছোট-বড় অসংখ্য দ্বীপ, উপকূলীয় প্রাণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকা পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের রয়েছে গভীর সমুদ্রের জলজ প্রাণবৈচিত্র্য, প্রবাল বসতি, সামুদ্রিক ঘাসকেন্দ্রিক জলজ বসতি, বালুময় সমুদ্রসৈকত, বালিয়াড়ি, জলাভূমি, প্লাবন অববাহিকা, মোহনা, উপদ্বীপ, নানা ধরনের দ্বীপ এবং ম্যানগ্রোভ। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং মহীসোপানের পর্যটনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার অধীন সুনীল অর্থনীতি নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে পর্যটনের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন, ২০১০ এর ৭(১) মোতাবেক এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডকে নীতিমালা প্রণয়ন, সুপারিশ প্রদান ও বিদ্যমান পর্যটন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়তা করার এবং ৭(৩) মোতাবেক পর্যটন আকর্ষণ চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বিকাশ ও গণসচেতনতা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন হচ্ছে অন্যতম একটি পর্যটন আকর্ষণ যার উন্নয়ন ও বিকাশে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়, পরিকল্পনা ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রয়োজন। তাছাড়াও

জাতীয় পর্যটন নীতিমালা ২০১০ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩ উপবিধি মোতাবেক বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমুদ্র পথে বাংলাদেশের সমুদ্র এবং উপকূলীয় অঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণ উপভোগের জন্য বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট নিমিত্ত সমন্বিত উদ্যোগের জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

## ৭. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা পরিপালন (Compliance)

সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পর্যটনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা-২০২২" গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিমালা বাংলাদেশে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন উন্নয়ন ও বিকাশের একটি সমন্বিত নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং অন্যান্য নীতি/গাইডলাইনে বিধৃত সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিষয়ক কর্মকান্ডের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এই নীতি পরিপালন করবে।

## ৮. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Organization Set-Up)

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালার স্ব-স্ব অংশ বাস্তবায়ন করবে এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করবে। সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পর্যটন পরিষদ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করিবে। উক্ত কমিটি সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন নীতিমালা প্রচার, এ বিষয়ে পর্যটন অংশীজনকে অবহিত করণসহ নীতিমালা প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।

## ৯. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য করণীয়

৯.১. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের ক্রুজশিপ ক্রয়ের জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৯.২. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী সামুদ্রিক মৎস ও প্রাণীর একোরিয়াম স্থাপনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৯.৩. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী হোটেলগুলোকে ইকো-রিসোর্ট এ রুপান্তরের জন্য প্রণোদনা প্রদান;

৯.৪. সুন্দরবন ভ্রমণে ব্যবহৃত ক্রুজশিপ আধুনিকায়নে প্রণোদনা প্রদান;

৯.৫. দ্বীপ অথবা সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোতে কমিউনিটি ট্যুরিজম ও হোম-স্টে চালুকরণের নিমিত্ত কমিউনিটির আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

৯.৬. সমুদ্রসৈকত কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিনোদন এবং ক্রীড়া আয়োজন বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান;

৯.৭. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন এবং ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত দেশিয় ও আন্তর্জাতিক মেলা, সেমিনার, কর্মশালা আয়োজনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান ও সহায়তাকরণ;

৯.৮. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিষয়ে সরকারিভাবে গবেষণা কাজ পরিচালনা এবং অন্যান্যদের গবেষণা পরিচালনায় প্রণোদনা প্রদান;

৯.৯. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সংক্রান্ত উচ্চাশিক্ষা অর্জনে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৯.১০. সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে ইন্টার্নশিপ করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদান;

৯.১১. সমুদ্রসৈকত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বজায় রাখতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ বিষয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রদান;

৯.১২. সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, সমুদ্র এলাকা এবং দ্বীপসমূহে Integrated Tourism Resort Zomes (ITRZ), সমুদ্রসৈকত এলাকায় টেকসই পর্যটন জোন এলাকা ঘোষণা এবং ইকো-রিসোর্ট তৈরি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পর্যটনের সুবিধাদি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯.১৩ যৌথ অংশীদারিত্ব ব্যবসা বা পিপিপি মডেলের মাধ্যমে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯.১৪. সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী স্থানে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।
৯.১৫ গ্রীষ্ম মৌসুমে সমুদ্রে চলাচল উপযোগী যাত্রীবাহী জাহাজ সংগ্রহের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ১০. বাস্তবায়ন কার্যক্রম (Implementation Plan/ Activates)

| ক্রম. | কার্যক্রম | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| ১ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনকে পর্যটন পণ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল তৈরি ও পুরাতন সমুদ্রবন্দর/জেটিসমূহ আধুনিকায়ন এবং সমুদ্রবন্দরকর্মীদের পর্যটন বান্ধব করে গড়ে তোলা; | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ২ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন। | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| ৩ | সমুদ্রপথে বাংলাদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিসানীতি সহজ করা। ভিসা নীতিমালায় বিমানবন্দর এবং স্থলবন্দর এন্ট্রি পয়েন্টের সাথে সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত করা। অন-অ্যারাইভাল ভিসা, অনবোর্ড ইমিগ্রেশন এবং পর্যটকবাহী জাহাজে অনবোর্ড কাস্টমস সুবিধা নিশ্চিতকরণ। | সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় |
| ৪ | বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক প্রমোদতরী আগমনে বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের উৎসাহিত করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন, কাস্টমস, বনবিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর থেকে দ্রুত অনুমতি প্রাপ্তি ও সেবা সহজীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ৫ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভ্রমণের নিমিত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ, গন্তব্য ও উপকূলীয় চ্যানেল চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত সমীক্ষা পরিচালনা এবং এর উন্নয়ন করা; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ও নৌপরিবহন মন্ত্রনলায় |
| ৬ | গভীর সমুদ্রে পর্যটকবাহী জাহাজের জন্য সুবিধাজনক স্থানে নোঙর করার (Anchoring Point) ব্যবস্থা করা; | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ৭ | কোস্টগার্ড, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক পর্যটকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। | জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ৮ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের প্রমোদতরীর জন্য জেটিসহ অন্যান্য সুবিধাদি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্দর সুবিধা প্রদান। | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ৯ | জাহাজের বর্জ্য নিরাপদে সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সেগুলো অনুমোদিত বর্জ্য অপসারণের এলাকায় নিষ্কাশন করা; | স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ১০ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের জন্য নির্ধারিত জাহাজে পরিবেশবান্ধব সুযোগ-সুবিধা থাকা। যেমন: জাহাজে পুনর্ব্যবহার এবং কম্পোস্ট ফিচার ব্যবহার করা, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পানির বোতল, পাত্র ও ব্যাগ ব্যবহার করা। | ট্যুর পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় |

| ক্রম. | কার্যক্রম | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| ১১ | জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা। | সমুদ্রভ্রমণকারী পর্যটক এবং ট্যুর পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান |
| ১২ | জলজপ্রাণী দেখার জন্য সুরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ পরিহার করা এবং সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রজনন স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নজরদারি বৃদ্ধি করা; | সমুদ্রভ্রমণকারী পর্যটক এবং ট্যুর পরিচালনাকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, বন বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ১৩ | কচ্ছপ, তিমি, হাঙ্গর, ডলফিন এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছের মতো সামুদ্রিক প্রাণীদের স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ১৪ | উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা। | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ১৫ | আঞ্চলিক সংস্থা যেমনঃ SASEC (South Asia Subregional Economic Cooperation-Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka) বা IORA ভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি এবং নিয়মিত সভা আয়োজন করে বাংলাদেশকে অন্যতম সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা; | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় |
| ১৬ | Cruise Lines International Association-ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ক্রুজ ট্যুরিজম বিষয়ে আঞ্চলিক সমন্বয় সাধন এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| ১৭ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিপণনে আন্তর্জাতিক মেলা-সেমিনার ও ওয়ার্কসপে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে অধিকতর সহজ ও আকর্ষণীয় সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন গন্তব্য হিসেবে প্রচার করা; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ১৮ | Cruise Line International Association-ভুক্ত দেশসমূহের সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে ট্যুর অপারেটরদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ১৯ | Cruise Line International Association-ভুক্ত দেশসমূহের সমুদ্র পর্যটনের ডাটাবেজ তৈরি, এবং ব্লু ইকোনমি সেলের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবিত তথ্য ভান্ডারের সাথে সংযুক্ত করা ও পর্যটন সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ব্লু-ইকোনমি সেল |
| ২০ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সেবায় নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন ও সংস্থা এবং সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন অপারেটরের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ২১ | SASEC-ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি কার্যকর করা। সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন সম্পর্কিত SOP এবং একচেঞ্জ প্রোগ্রাম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা। | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ২২ | বাংলাদেশে অবস্থিত SASEC এবং IORA- ভুক্ত দেশ সমূহের হাইকমিশন/দূতাবাসের সাথে সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশে সমন্বিতভাবে কাজ করা | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |

| ক্রম. | কার্যক্রম | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|
| ২৩ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনে ব্যবহৃত জাহাজ, পর্যটন গন্তব্যে এবং উপকূলে পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা। সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশে সমুদ্রবন্দর সবুজায়ন করা; | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ূ পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| ২৪ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত-আঞ্চলিক সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা; | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিডা |
| ২৫ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটন বিকাশের জন্য আধুনিক ক্রুজশিপ শিল্প স্থাপন (শিপইয়ার্ড) এবং নির্মাণ, ক্রুজশিপ ক্রয়, প্যাকেজ ট্যুর চালু এবং বন্দর/জেটি তৈরি বা উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং কর ও আমদানি শুল্ক সুবিধা প্রদান করা; | বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| ২৬ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় ডেসটিনেশন হিসেবে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং ও প্রমোট করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই কর্তৃক সমন্বিতভাবে কাজ করা; | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং এটুআই |
| ২৭ | সমুদ্র তীর ও উপকূলীয় অঞ্চল টেকসইকরণে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে কাজ করা; | নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ২৮ | বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের (আইল্যান্ড হপিং) এর সম্ভ্যাবতা যাচাই, জেটি নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি ক্রুজ শিপ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর |
| ২৯ | সমুদ্রভ্রমণ পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/মন্ত্রমণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ। | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নউপরিবহন মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, এনবিআর, স্থানীয় প্রশাসন, বিডা, বন বিভাগ ও অন্যান্য |
| ৩০ | সমুদ্রপথে হজ্ব ও ওমরা পালনকারী যাত্রীদের পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি করে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করা। | ধর্ম মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, বেসামরিক বিমান পরিবহ্ন ও পর্যটন মন্ত্রনলায়, সরকারি-বেসারকারি উদ্যোক্তা ও অন্যান্য |
| ৩১ | নৌ এবং সমুদ্র ভ্রমণ পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ও নিকটবর্তী দেশসমূহের মধ্যে যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সম্পাদিত MoU বাস্তবায়ন। | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় |